বড়দা —

আজ আমাদের সংঘের মেলায় —

রাজশেখর বসু
অতুল গুপ্ত
অন্নদাশংকর
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বনফুল
অচিন্ত্য রায়
তোমাদের, আমাদের, সিদ্ধেশ্বর
ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে।
আপনাকেই শুধু খুঁজছি।

প

ADDRESS ONLY

Sj Bibhuti Bhushan ~~Chatterjee~~
Banerjea
Vill Barakpur
P.O. Gopalnagar
Dt 24 Parganas.

(নিচের পত্র দুখানি সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রকে লেখা)

রামগর

(হাজারিবাগ)

২৩/৭/৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

বর্ষার প্রভাত। কাল সারারাত্রি বৃষ্টি হওয়ার ফলে অদূরবর্তী দামোদর স্ফীত হয়ে উঠেছে। নীল শৈলমালার গায়ে গায়ে সাদা মেঘ খেলা করচে। আমি একটি অতি নির্জন বাংলো ঘরে বসে শৈলমালার দিকে চেয়ে চেয়ে গল্প লিখছি, আপনি কি বিশ্বাস করবেন ? কাল সকালেকিংবা ওবেলা মোটরে রাজরাপ্পা falls দেখতে যাব—দামোদর ও ভেড়া নদীর সঙ্গমস্থান। সত্যি, বর্ষার কি রূপ এদেশে, শৈলসানুতে অলস মেঘ ঘুমিয়ে আছে সারাদিন, কালো আকাশের ছায়া পড়েচে উন্মুক্ত উচ্চাবচ প্রান্তরে, সজল বাতাস বইচে শালবনের ফাঁক দিয়ে, দামোদরের পাষাণময় তটভূমি বেয়ে বেয়ে। আর কি ফুল-ফোটা কুরচি বন নদীর দুই বনময় তীরভূমিতে! একবার বৌমাকে এখানে আনতে হবে এই বর্ষায়। বাবলুসুর মাকে, বৌমাকে, মৃদুলা বৌমা ও সুরূপা বৌমাকে। একটি পাটি তৈরি করে। মিঃ সিংহ এখানে নেই, রাঁচিতে। আমি আছি নগেন্দ্রনাথ দাস বলে পুনসিয়া গ্রামের এক মৌজাদারের আশ্রয়ে। খাওয়ার বড় সুখ, মাংস ও দুধ-ঘি প্রচুর সস্তা। মুরগী বিশেষতঃ।

গৌরীশঙ্করকে বলবেন, শরৎ পালের গল্প complete, আরও ৬টি complete, বসুমতী ১০০৲ টাকা পাঠাতে চেয়েচে। তার গল্প এখানে বসে লিখবো। এখান থেকে ডাল্টনগঞ্জ হয়ে গয়া যাবো। হাজারিবাগ যেতে পারি। আজ রাজরাপ্পা falls. কাল চুটুপালু ও চাতরা forest—এই ঠিক করেছি।

আপনি, সুমথ, গৌরীশঙ্কর ও মন্তু প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন।

বৌমাকে বলবেন এই জায়গায় এসে দেখা দরকার।

ইতি

বড়দা

বারাকপুর (যশোর)

মঙ্গলবার,

জুলাই, ১৯৪৭

প্রিয় গজেনবাবু,

গত রবিবারে যাওয়ার ঠিক ছিল, কিন্তু সকালের সংবাদপত্র দেখে শ্বশুরমশায় বারণ করলেন, কে বললে লোকাল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেও ছোরা মেরেচে কে কাকে। আপনার বৌদিদিও বারণ করলেন। না যাওয়ার জন্যে দুঃখিত। আমি একা বারাকপুরের বাড়িতে, ভাল লাগচে না। পাড়ার লোক রান্না করে দিচ্চে। সে বিষয়ে এখানকার লোক ভালো। এখানকার বনশোভা আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়—আর ইছামতীর কালো স্বচ্ছ জলধারা। ষ্টিভেনসন বাস করেছিলেন সামোয়া দ্বীপের নির্জন অরণ্যে ৩০০ বিঘে জমি কিনে। সেখানে তাঁর কাঠের বাড়ির বারান্দা থেকে দেখতেন কত রকমের ফার্ণ। গাছের ডালের মধ্যে গজিয়েছে কত রকমের রঙীন ফুল ভরা অর্কিড, বাতাসে ভেসে আসতো বন্য লেবুর গন্ধ, বন্য ফ্র্যাংগি গিনি ফুলের গন্ধ, বনটিয়ার কাকলি—যাকে বলে লেখকের পক্ষে ideal জীবন, ideal পরিবেশ। সেদিন ব্যারাকপুরে একটা পুকুরে নাইতে নেমেছি, তার চারিধার খোলা ইট বার-করা ভাঙা

পাইখানা, আর তাদের উপরে উঠেচে কি লতা—দেখে এত খারাপ লাগলো—আমার মন সংকুচিত হয়ে যায় কুশ্রী পরিবেশে। মন হাঁপিয়ে ওঠে। মন বলে কোথায় মুক্ত অরণ্যানী, কোথায় মত্ত বাদল মেঘের ভেরী?

আমি বোধ হয় পূর্বে জন্মেছিলাম ঐ রকম উষ্ণ কটিবন্ধের অরণ্যপ্রদেশে একটি ম্যাকাও পাখী হয়ে। মানুষের বাস যেখানে ঘিঞ্জি, সেখানে আদৌ মন টেকে না কেন কি জানি। I am most happy when I am in a lonely primeval foresti।

বড়দা